কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ১০"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি)পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো ? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জ্বেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" **تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ** অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১. পিত বললো, আমি ওকে কখনও তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষন না তোমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, তোমরা অবশ্যই (বনি ইয়ামিন) আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। তবে তোমরা নিজেরা আক্রান্ত হয়ে পড়লে ভিন্ন কথা।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهٖٓ إِلَّآ
أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেনঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৬৬)

২. তোমরা এক গেইট দিয়ে প্রবেশ করো না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না।

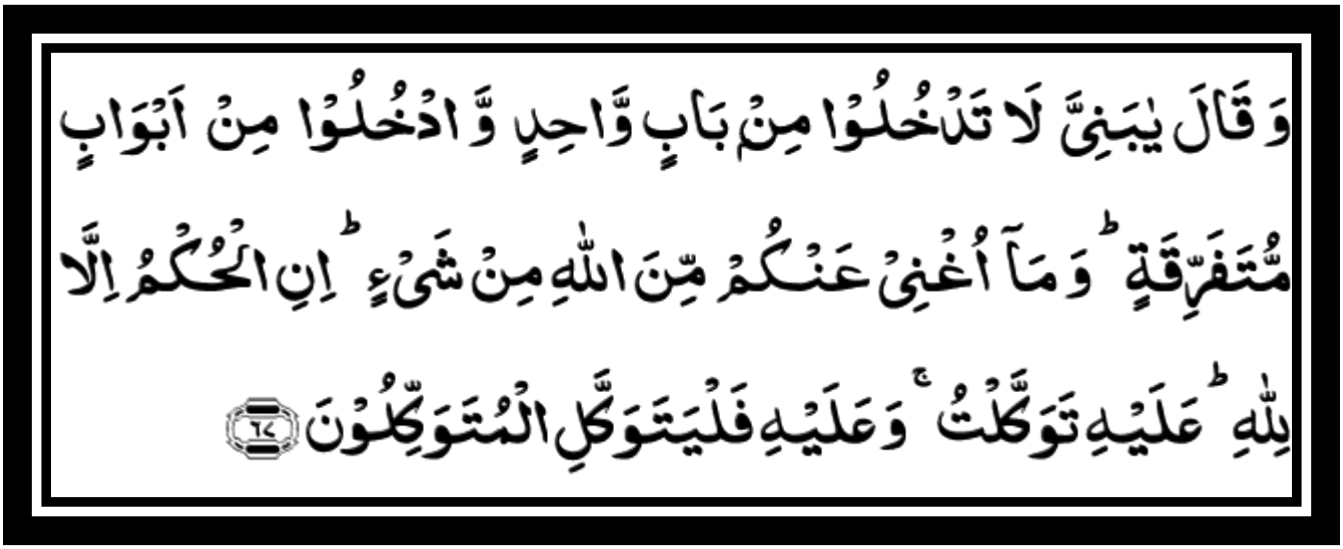
وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا
لِلّٰهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

ইয়াকুব বললেনঃ হে আমার পুত্রগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (সূরা ইউসুফে ১২:৬৭)

৩. বিভিন্ন গেইট দিয়ে প্রবেশ করো না। তবে আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবেলায় কোনো কাজে আসে নি।

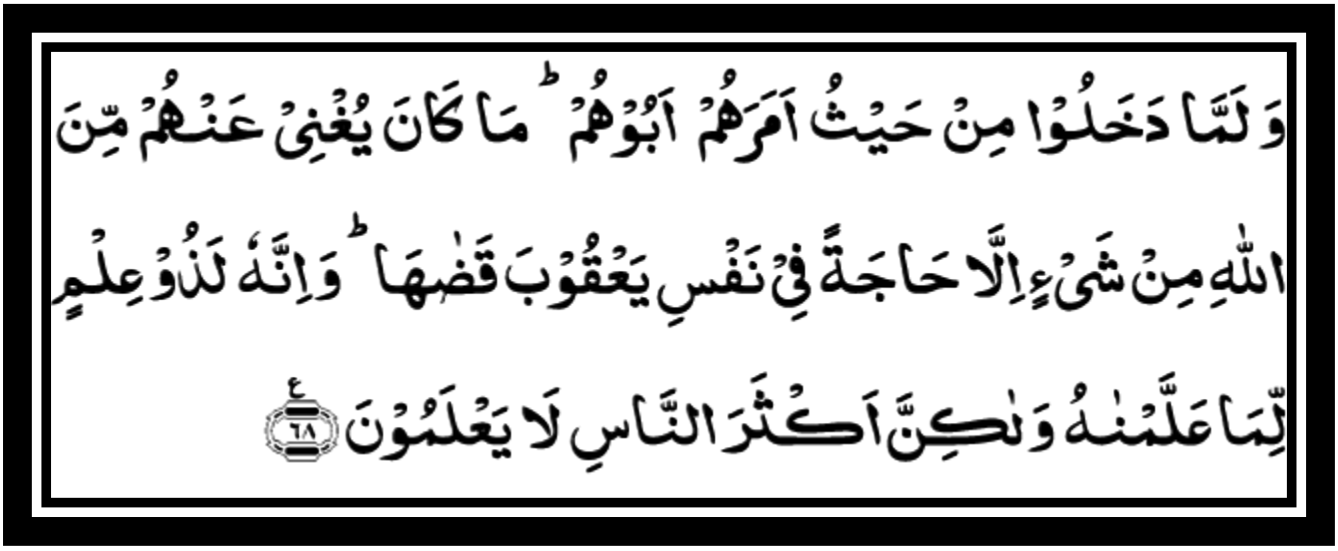
وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۖ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ
لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। (সূরা ইউসুফে ১২:৬৮)

৪. তারা যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছে, তখন ইউসুফ তার ভাইকে নিজের কাছে নিয়ে নেয় এবং বলে আমি তোমার হারানো ভাই ইউসুফ।

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বললঃ নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না। (সূরা ইউসুফে ১২:৬৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৫. অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের জন্যে পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে, তখন তাদের পণ্যসামগ্রী মধ্যে পানপাত্র রেখে দেয়। ঘোষণা করা হয় যে কাফেলার লোকেরা তোমরা চোর।

অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বললঃ হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর। (সূরা ইউসুফে ১২:৭০)

৬. তারা (ভাইয়ের) ঘোষণাকারীকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের কি জিনিস খোয়া গেছে?

তারা ওদের দিকে মুখ করে বললো, তোমাদের কি হারিয়েছে? (সূরা ইউসুফে ১২:৭১)

৭. তারা (ঘোষণাকারী) বললো, আমরা রাজার পানপাত্র খুঁজে পাচ্ছি না।

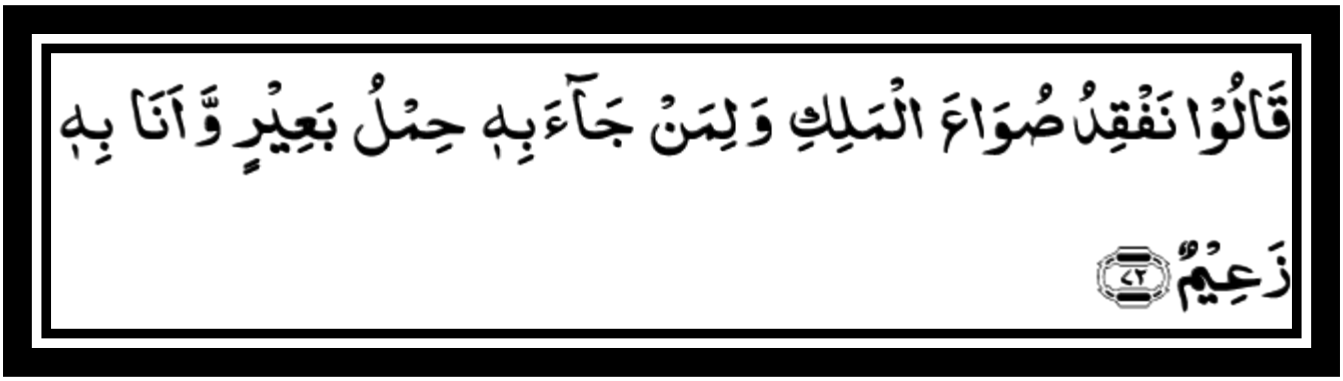

তারা বললঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (সূরা ইউসুফে ১২:৭২)

৮. তারা (ভাইয়েরা) বললো, আল্লাহর কসম চুরির সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

তারা বললঃ আল্লাহর কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (সূরা ইউসুফে ১২:৭৩)

৯. ঘোষণাকারীরা বললো, চোরের কি শাস্তি হবে, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

তারা বললঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে, চুরি করেছে তার কি শাস্তি ? (সূরা ইউসুফে ১২:৭৪)

১০. ভাইয়েরা বললো, যার পণ্য সামগ্রীর মধ্যে পানপাত্রটি পাওয়ায় যাবে সেই এর বিনিময়ে হবে।

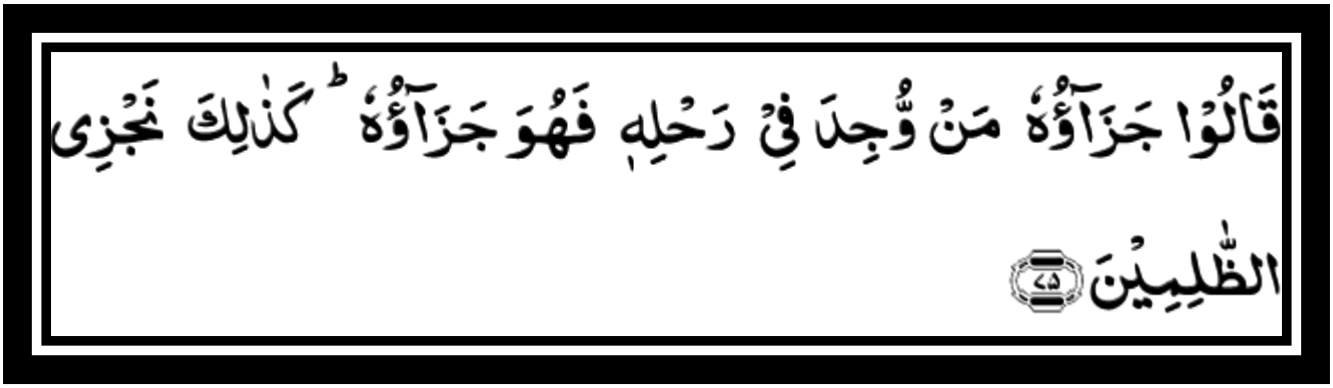

তারা বললঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দেই। (সূরা ইউসুফে ১২:৭৫)

১১. তারপর বনি ইয়ামিনের মাল পত্রের পূর্বে তার সৎ ভাইদের মাল পত্র তল্লাশি শুরু করে। পরে বনি ইয়ামিনের পণ্য সামগ্রীর মধ্য থেকে পাত্রটি বের করে। এইভাবে আমি (আল্লাহ) ইউসুফের জন্যে কৌশল ঠিক করেছিলাম।

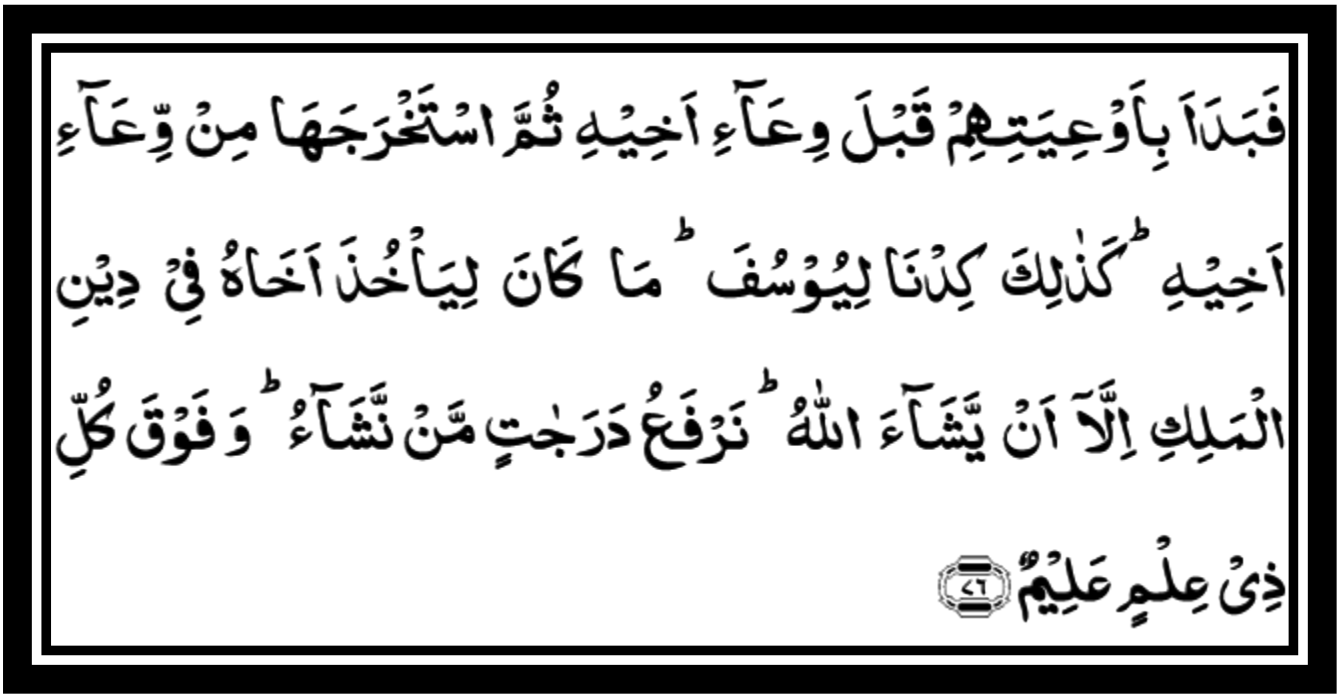
فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ
اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ
الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَ فَوْقَ كُلِّ
ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۶﴾

অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইদের থলের পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনও আটকে রাখতে পারত না, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নতি করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যাক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী। (সূরা ইউসুফে ১২:৭৬)

১২. ভাইয়েরা বললো, এ যদি আজ চুরি করে থাকে, তবে তার সহোদর (ইউসুফও) ও চুরি করেছিলো। ইউসুফ একথা নিজের মনের মধ্যে হজম করে নিলো।

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ
نَفْسِهٖ وَ لَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
تَصِفُوْنَ ﴿۷۷﴾

তারা বলতে লাগল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেনঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (সূরা ইউসুফে ১২:৭৭)

১৩. ভাইয়েরা বললো, হে আযীয (রাজা ইউসুফ) একজন বৃদ্ধ পিতা আছেন। তাই আপনি ওর স্থলে আমাদের কোনো একজনকে রেখে দিন।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

তারা বলতে লাগল, হে আযীয! তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। (সূরা ইউসুফে ১২:৭৮)

১৪. ইউসুফ বললো, যার কাছে আমরা জিনিস পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও আটকানোর মতো অন্যায় কাজ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۙ إِنَّا إِذًا
لَظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾

তিনি বললেনঃ যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। (সূরা ইউসুফে ১২:৭৯)

ভাইয়েরা ইউসুফকে চোর হিসেবে তুলনা করলো। ইউসুফ এত বড়ো ক্ষমতাধর হয়েও এ কথা মনের মধ্যে হযম করেছিল। শুধু মনে মনে বললো, তোমরা একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তোমরা যে জঘন্য দোষ আমার প্রতি আরোপ করলে সে বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবহিত আছেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর কৌশল অনেক প্রবল। দ্বীনের পথে সঠিকভাবে চলতে গেলে বাতিলপন্থীরা অনেক ষড়যন্ত্র করবে এবং কূটচাল এর আশ্রয় নেবে। কিন্তু আল্লাহর কৌশলী জয়ী হবে। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহর উপর নির্ভর করে সঠিক দ্বীনের পথে নিজেদের পরিচালিত কর।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু